

# যশিু খ্ৰস্টিরে প্ৰকাশ - সংখ্যা পনরেো

সপ্তম মোহর এবং ভবষিযদ্বাণীমূলক সত্যরে উন্মোচন

Jeff Pippenger

2023-11-13

আর যখন তিনি সপ্তম মোহরটি খুললেন, তখন স্বৰ্গে প্ৰায় অৰ্ধঘণ্টা নীরবতা ছিল। আর আমি সেই সাতজন স্বৰ্গদূতকে দেখলাম, যারা ঈশ্বরের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল; এবং তাদেরকে সাতটি তুরী দেওয়া হল। আর আরকেজন স্বৰ্গদূত এলেন এবং বদৌর কাছে দাঁড়ালেন, তাঁর হাতে ছিল একটী সোনার ধূপদান; এবং তাঁকে প্ৰচুর ধূপ দেওয়া হল, যাতো তিনি তা সিংহাসনের সামনে থাকা সোনার বদৌর উপর সকল সাধুদের প্ৰাৰ্থনার সঙ্গে নবিদেন করেন। আর ধূপের ধোঁয়া, যা সাধুদের প্ৰাৰ্থনার সঙ্গে ছিল, স্বৰ্গদূতের হাত থেকে উঠে ঈশ্বরের সামনে গলে। আর স্বৰ্গদূত ধূপদানটী নিলেন এবং তা বদৌর আগুন দিয়ে পূৰ্ণ করে পৃথিবীতে নিক্ষেপে করলেন; এবং শব্দ, বজ্ৰধ্বনি, বিদ্যুৎচমক ও ভূমিকম্প ঘটল। প্ৰকাশতি বাক্য ৮:১-৫।

যে ঐতিহাসিক সময়পৰবে যুক্তরাষ্ট্রের প্ৰথম স্বৰ্গ থেকে অপবিত্ৰ অগ্নি নামিয়ে আনতে যাচ্ছে, সেই প্ৰক্ষেপটে আমরা স্বৰ্গীয় পবিত্ৰস্থান থেকে পবিত্ৰ অগ্নির বৰ্ষণ নিয়ে আলোচনা করছি। প্ৰকাশতি বাক্যের দশম অধ্যায়ে সাতটি বিজ্ৰধ্বনি যা উচ্চারণ করেছিল, তার প্ৰকাশকে অনুগ্রহকাল বন্ধ হওয়ার ঠিক আগে প্ৰযন্ত সলিমোহর করে রাখতে বলা হয়েছিল। সপ্তম সীল খোলা হলে অনুগ্রহকালকেও প্ৰায় বন্ধ হওয়ার দ্বাৰপ্ৰান্তে হসিবে উপস্থাপতি করা হয়েছে।

আর তিনি আমাকে বললেন, এই গ্ৰন্থের ভবষিযদ্বাণীর বাক্যগুলি মোহরবদ্ধ কোরো না; কারণ সময় আসন্ন। যে অবচারকারী, সে যেনে অবচারকারীই থাকুক; আর যে অশুচি, সে যেনে অশুচিই থাকুক; আর যে ধাৰ্মিকি, সে যেনে ধাৰ্মিকিই থাকুক; আর যে পবিত্ৰ, সে যেনে পবিত্ৰই থাকুক। প্ৰকাশতি বাক্য ২২:১০, ১১।

সপ্তম সীলের উন্মোচন ঘটে যখন সাতজন স্বৰ্গদূত বাজাতে প্ৰস্তুত হন।

আর যাদের কাছে সাতটি তুরী ছিল, সেই সাতজন স্বৰ্গদূত তুরী বাজাতে নিজদের প্ৰস্তুত করলেন। প্ৰকাশতি বাক্য ৮:৬।

পৰীক্ষাকাল বন্ধ হলে, "কোনও মানুষ" "মন্দরিে প্ৰবশে করতে সক্ষম নয়," কারণ মানুষের পাপের জন্ম খ্ৰস্টিরে মধ্যস্থতা শেষে হয়েছে। পৰীক্ষাকাল বন্ধ হয়েছে, এবং সাতজন স্বৰ্গদূতকে ঈশ্বরের ক্ৰোধের পাত্ৰসমূহ ঢলে দিতে আদেশ করা হয়েছে।

আর ঈশ্বরের মহিমা ও তাঁর শক্তি থেকে আসা ধোঁয়ায় মন্দরিটি পূৰ্ণ হয়ে গলে; এবং সাতজন স্বৰ্গদূতের সাতটি মহামারী সম্পন্ন না হওয়া প্ৰযন্ত কটে মন্দরিে প্ৰবশে করতে পারল না। এবং আমি মন্দরি থেকে এক মহা ধ্বনি শুনলাম, যা সাতজন স্বৰ্গদূতকে বলছিল, তোমরা যাও, এবং ঈশ্বরের ক্ৰোধের পাত্ৰগুলি পৃথিবীর উপর ঢলে দাও। প্ৰকাশতি বাক্য ১৫:৮, ১৬:১।

প্ৰকাশতি বাক্য গ্ৰন্থের নবম থেকে একাদশ অধ্যায়ে যে সাতজন স্বৰ্গদূত সাতটি তুরী বাজায়, তারা যে সাতটি শেষে বালা ঢলে দেওয়া সাতজন স্বৰ্গদূত থেকে ভিনিন—এ রকম কোনও ইঙ্গিত নই। বরং, সাতটি তুরী দ্বাৰা প্ৰতিনিধিত্বকৃত বচারসমূহের

ভবষ্টিদ্বাণীমূলক বশেষ্ট্টি, ষোড়শ অধ্যায়ে ঈশ্বররে ক্রোধে সাতটি পাত্ৰে স্থান ও প্রভাবের সঙ্গে মলি রয়েছে। আরও প্রত্য়ক্ষ সংযোগ হিসেবে, তুরী-বচারসমূহকে সরাসরি বালা বলা হয়েছে।

আর এই দুর্যোগগুলোর দ্বারা যাদের মৃত্যু হয়নি, সেই লোকদের বাকরিও নজিদের হাতের কাজ থেকে মন ফরোল না—যনে তারা দুষ্টি আত্মদের এবং সোনা, রূপা, পতিল, পাথর ও কাঠের মূর্তিগুলোর উপাসনা না করে; যগুলো না দেখতে পারে, না শুনতে পারে, না হাঁটতে পারে। প্রকাশতি বাক্য ৯:২০।

সপ্তম মোহর খোলা ইচ্ছাকৃতভাবে অনুগ্রহকালরে সমাপ্তির আসন্নতার প্রকেষাপটে স্থাপতি হয়েছে। সপ্তম মোহরটি সাত বজুর যা "উচ্চারণ" করছেলি, তার একটি দ্বিতীয় সাক্ষীর প্রতিনিধিত্ব করে, যা লখিত যোহন ও পৌল উভয়কেই নষিধে করা হয়েছেলি।

আর তনি উচ্চ স্বরে চিৎকার করলনে, যমেন সৎহি গরজন করে; আর যখন তনি চিৎকার করলনে, সাত বজুর তাদরে শব্দ প্রকাশ করল। আর যখন সেই সাত বজুর তাদরে শব্দ প্রকাশ করছেলি, আমি লখিত যোচ্ছলাম; তখন আমি স্ববর্গ থেকে এক কণ্ঠস্বর শুনলাম, যা আমাকে বলল, সাত বজুর যা যা উচ্চারণ করছে, তা সীল করে রাখো, এবং সগুলো লখিতো না। প্রকাশতি বাক্য ১০:৩, ৪।

সাতটি বজুর যা "উচ্চারণ" করছেলি, তা সীলমোহর করে রাখা হয়েছেলি; আর বাইশতম অধ্যায়ে, প্রকাশতি বাক্য গ্রন্থরে যো ভবষ্টিদ্বাণী সীলমোহর করে রাখা হয়েছেলি, সটির সীলমোহর খুলে দেওয়ার কথা ছিলি; এবং সপ্তম সীলরে মতোই, সটি পিরীক্ষাকাল সমাপ্ত হওয়ার ঠকি আগে খুলে দেওয়ার কথা ছিলি।

সস্টির হোয়াইট উল্লেখ করনে যো, সাতটি বজুর যা 'উচ্চারণ' করছেলি, তা সীল করে বন্ধ করে দেওয়া—এই কাজটি যহিদার গোত্ররে সৎহিরেই সেই একই কার্য, যমেন তনি দানয়িলেকে আদশে করছেলিনে যো তনি শেষে সময় পরযন্ত তাঁর পুস্তক সীল করে বন্ধ রাখবনে। দানয়িলে ও প্রকাশতি বাক্য পুস্তক একই পুস্তক, এবং প্রকাশতি বাক্যে যশিক যহিদার গোত্ররে সৎহি রূপে উপস্থাপতি করা হয়েছে, যখন তনি সাতটি সীলমোহরযুক্ত পুস্তকটি খুলে দনে; সুতরাং যহিদার গোত্ররে সেই সৎহিই দানয়িলেকে তাঁর পুস্তকটি শেষে সময় পরযন্ত সীল করে বন্ধ রাখার আদশেও দয়িছেলিনে। যহিদার গোত্ররে সৎহিই তাঁর বাক্যকে সীলমোহর দনে ও সীলমোহর খুলে দনে, কারণ তনিই বাক্য।

এই সাতটি বজুর তাদরে কণ্ঠস্বর উচ্চারণ করার পর, ক্ষুদ্র গ্রন্থ সম্পর্কে যমেন দানয়িলেরে নকিট নরিদশে এসছেলি, তমেনই যোহনরে নকিটও নরিদশে আসে: 'সাতটি বজুর যা উচ্চারণ করছেলি, সগুলো সীলমোহর করে রাখো।' দ্য সভেনেথ-ডে অ্যাডভেন্টস্টি বাইবলে কমনেন্টারি, খণ্ড ৭, ৯৭১।

দানয়িলে ও প্রকাশতি বাক্য পুস্তকরে অভ্যন্তরীণ প্রমাণ নরিদশে করে যো সপ্তম মোহর খোলা, সাতটি বজুরধ্বনি যা উচ্চারণ করছেলি তার উন্মোচনরে একটি দ্বিতীয় সাক্ষ্যস্বরূপ। দানয়িলেরে পুস্তকরে মোহর খোলা এবং সাতটি মোহর দয়ি সলি করা পুস্তকরে মোহর খোলা—উভয়ই দেখায় যো কোনো ভবষ্টিদ্বাণীমূলক বার্তার মোহর খোলা হলে যো সত্য়গুলো প্রকাশ পায়, সগুলো স্বভাবতই ধাপে ধাপে অগ্রসরমান। এই কারণেই দানয়িলে পুস্তক এটিকে জ্ঞানবৃদ্ধি হিসেবে চহিনতি করে, আর প্রকাশতি বাক্য পুস্তক একটির পর একটি মোহর খোলা হিসেবে তা চিত্রতি করে।

এটি এমন এক আলো, যা পরপূর্ণ দনি পর্যন্ত ক্রমশ আরও উজ্জ্বলতর হতে থাকে।

কিন্তু ধার্মিকদের পথ উজ্জ্বল আলোর মতো, যা পরপূর্ণ দবিস পর্যন্ত ক্রমে ক্রমে আরও উজ্জ্বল হয়। নীতিবিচন ৪:১৮।

যখন 'সত্য' উন্মোচিত হয়, তখন তা প্রগতিশীল হয়।

যদি ঈশ্বরকে প্রাচীন জনগণের জন্য দয়া ও বিচার, পরামর্শ ও ভরত্বসনার মাধ্যমে তাঁদের সঙ্কে তাঁর ব্যবহারের কথা বারবার সমরণ করা প্রয়োজনীয় হয়ে থাকে, তবে তাঁর বাক্যে আমাদের কাছে যে সত্যসমূহ অর্পিত হয়েছে, সেগুলি নিয়ে মনন করাও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ—এমন সত্য, যা যদি মনোযোগ দিয়ে গ্রহণ করা হয়, তবে তা আমাদের বনিয় ও আত্মসমর্পণের পথে, এবং ঈশ্বরের প্রতি আনুগত্যে নিয়ে যাবে। আমাদের সত্যের দ্বারা পবিত্র হতে হবে। প্রতিটি যুগের জন্য ঈশ্বরের বাক্য বিশেষ সত্য তুলে ধরে। অতীতে তাঁর জনগণের সঙ্কে ঈশ্বরের ব্যবহারের ঘটনাগুলি আমাদের সতর্ক মনোযোগের দাবিদার। সেগুলির মধ্যে যে শিক্ষাগুলি নিহিত, যা আমাদের শখোনের উদ্দেশ্যে, আমাদের তা শখো উচিত। কিন্তু সেগুলো নিয়েই সন্তুষ্ট হয়ে থাকা উচিত নয়। ঈশ্বর তাঁর জনগণকে ধাপে ধাপে এগিয়ে নিচ্ছেন। সত্য অগ্রসরমান। আন্তরিক অনুসন্ধানী স্বর্গ থেকে নরিন্তর আলো পতে থাকবে। 'সত্য কী?'—এটাই সর্বদা আমাদের জিজ্ঞাসা হওয়া উচিত। সাইনস অফ দ্য টাইমস, ২৬ মে, ১৮৮১।

২০২৩ সালের জুলাই মাসের শেষে দিকে, যীশু খ্রিস্টের প্রকাশিত বাক্যের সীলমোহর খুলতে শুরু হলো।

সপ্তম মোহর এবং সাতটি বিজ্ঞানধ্বনির উচ্চারণের মতোই, পরীক্ষাকাল শেষে হওয়ার ঠিক আগে যীশু খ্রিস্টের প্রকাশ উন্মোচিত হয়। এটি সপ্তম মোহর খোলা এবং সাতটি বিজ্ঞানধ্বনির মাধ্যমে উপস্থাপিত একই বার্তার তৃতীয় সাক্ষ্য প্রদান করে। প্রকাশিত বাক্য গ্রন্থে ওই তিনটি উপস্থাপনা তিনটি সাক্ষ্য, যা একত্রে মিলিত হয়ে যীশু খ্রিস্টের প্রকাশের বার্তাটি গঠন করে। এই তিন সাক্ষ্যের উন্মোচন পর্যায়ক্রমে ঘটে। এর প্রভাবও তমেনা পর্যায়ক্রমিক।

"ঈশ্বরের আইনের প্রতি আনুগত্যই পবিত্রীকরণ। আত্মার মধ্যে এই কাজ সম্পর্কে অনেকে ভুল ধারণা আছে, কিন্তু যীশু প্রার্থনা করছিলেন যেন তাঁর শিষ্যরা সত্যের মাধ্যমে পবিত্রীকৃত হয়, এবং তিনি আরও বলছিলেন, 'তোমার বাক্যই সত্য' (যোহন ১৭:১৭)। পবিত্রীকরণ তাৎক্ষণিক নয়, বরং ক্রমবর্ধমান একটি কাজ, কারণ আনুগত্য নরিবচ্ছেদন। যতদনি শয়তান আমাদের ওপর তার প্রলোভন চাপিয়ে যাবে, আত্ম-জয়ের যুদ্ধ বারবার লড়তে হবে; কিন্তু আনুগত্যের মাধ্যমে সত্য আত্মাকে পবিত্র করবে। যারা সত্যের প্রতি বিশ্বাস, তারা খ্রিস্টের যোগ্যতার দ্বারা চরিত্রের সব দুর্বলতা জয় করবে, যা তাদেরকে জীবনের প্রতিটি পরিবর্তনশীল পরিস্থিতির প্রভাবে গঠিত হতে প্ররোচিত করেছে।" বিশ্বাস ও কর্ম, ৮৫।

যীশু খ্রিস্টের প্রকাশ সম্পর্কে বোঝাপড়ার ক্রমান্বয়িক বিকাশ ২০২৩ সালের জুলাই মাসের শেষে প্রকাশিত হতে শুরু করে। সেই সময় যে সত্যগুলো প্রকাশিত হতে শুরু করছিল, সেগুলোকে বোঝার প্রক্রিয়া ১৮ জুলাই, ২০২০-এর অল্প পরেই শুরু হয়েছিল।

সপ্তম মোহরের উন্মোচনের বার্তায় চহিন্তি সত্যটি মধ্যরাত্রে আহ্বানের মাইলফলককে নরিন্দশে করছে। মলিরাইটদের ইতিহাসে মধ্যরাত্রে আহ্বান ছিল সত্যের এক ক্রমোন্নত বিকাশ, এবং এই বিষয়টি স্খামুয়লে স্নোর কাজের ঐতিহাসিক পর্যালোচনার মাধ্যমে প্রমাণ

করা যায়। যীশু প্রথম স্বর্গদূতের আন্দোলনের মাধ্যমে তৃতীয় স্বর্গদূতের আন্দোলনকে চিত্রিত করলে, কারণ তিনি সর্বদা শুরু দিয়ে শেষকে চিত্রিত করেন।

যে সত্যগুলো একত্রিত হয়ে মধ্যরাত্রির আহ্বানের বার্তাকে গঠন করে, সেগুলো হলো—ঈশ্বরকে, এবং তাঁর চরিত্র তাঁর বাক্যে কীভাবে প্রতিলিখিত হয়েছে—এই বোঝাপড়া। সেই সত্যগুলোর মধ্যে রয়েছে এক অত্যন্ত বিস্তারিত ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার বিবরণ, যা শেষ পর্যন্ত মধ্যরাত্রির আহ্বানের বার্তা ঘোষণা করবে এমন ব্যক্তির পূরণ করবে। সাতটি বিজ্ঞানবিদগণের গুপ্ত ইতিহাসই সেই ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াকে সনাক্ত করে। সপ্তম মৌহর সেই বিশদ ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ারই একটি অংশ; তবে তার প্রকাশ লক্ষ্য করে সেই সময়কালকে, যা শুরু হয় যখন মধ্যরাত্রির আহ্বানের বার্তাটি চূড়ান্তরূপে স্থায়ী হয়—এবং এতে একশ চ্যাললিশি হাজার জনের সলিকরণ কখন সম্পন্ন হয়, তা চিহ্নিত হয়। সপ্তম মৌহরের ক্রমাগত উন্মোচন শুরু হয় যখন মধ্যরাত্রির আহ্বানের বার্তাটি পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হয়; ১৮৪৪ সালের গ্রীষ্মে একসটির ক্যাম্প মটিং-এ যার উদাহরণ দেখা যায়। এই প্রবন্ধগুলো হলো একসটির ক্যাম্প মটিং-এ আসার জন্য আপনার ব্যক্তিগত আমন্ত্রণ।

সপ্তম সীল খোলা হলে, বদেথিকে আগুন পৃথিবীর উপর নিক্ষিপ্ত হয়, এবং সেখানে "স্বর্গসমূহ, বিজ্ঞানবিদগণ, বিদ্যুৎচমক, এবং একটি ভূমিকম্প" ঘটে। "স্বর্গ" একটি শিঙিকাকে বোঝায়।

উচ্চস্বরে চিৎকার কর, থমো না; তুরীর ন্যায় তোমার কণ্ঠস্বরে উঁচু কর, এবং আমার লোকদের তাদের অপরাধ ও যাকোবের গৃহকে তাদের পাপ দেখাও। ইশাইয়া ৫৮:১।

তুর্যধ্বনি এমন এক বার্তাকে চিহ্নিত করে, যা আসন্ন বিচারের বিষয়ে সতর্ক করে। যখন ইশাইয়া ঈশ্বরের লোকদের তুর্যের মতো তাদের কণ্ঠ উচ্চ করতে আদেশ দেন, তখন তাদের উচ্চস্বরে "চিৎকার" করতে হয়। রববিার-পালনের আইনের ভূমিকম্পের ক্ষণে ঠিক আগে মধ্যরাত্রির আহ্বানের বার্তাটি উন্মোচিত হয়। শীঘ্র আগত রববিার-পালনের আইনের ঠিক আগে যে মধ্যরাত্রির আহ্বানের বার্তাটি উন্মোচিত হয়, সেটাই বাড়তে বাড়তে জোরালো আহ্বানে রূপ নেয়। যখন ইশাইয়া বলেন, "উচ্চস্বরে চিৎকার কর," তখন তিনি তৃতীয় স্বর্গদূতের জোরালো আহ্বানের সঙ্গুগে মধ্যরাত্রির আহ্বান-বার্তার মিলিত হওয়ার কথা নির্দেশ করেন—যা ওই বার্তায় যুক্ত হওয়া দ্বিতীয় "কণ্ঠ"। জোরালো মধ্যরাত্রির আহ্বানের বার্তাটি সপ্তম তুর্য সম্পর্কে একটা সতর্কবাণী, যা তৃতীয় "হায়"। ঈশ্বরের লোকদের বুঝতে হবে যে, যখন সেই তুর্যের বার্তা ধ্বনিত হবে, তখন তারা তাদের অনুগ্রহের সময়ের শেষে মুহূর্তে থাকবে। অতএব ইশাইয়ার আদেশটি অনুগ্রহের সময়ের অবসানের জন্য প্রস্তুত হওয়ার সতর্কবাণী—এবং এই সতর্কতাও যে, ঈশ্বরের বিশ্রামদানি প্রত্যাখ্যান করার কারণে ইসলামের তৃতীয় "হায়"-এর তুর্যের বিচার যুক্তরাষ্ট্রের ওপর আঘাত হানতে চলছে। রববিার-পালনের আইন কার্যকর হলে, মধ্যরাত্রির আহ্বান—যা প্রকাশিত বাক্য অষ্টাদশ অধ্যায়ে উল্লিখিত দুইটা "কণ্ঠ"-এর প্রথমটা—বাড়তে বাড়তে জোরালো আহ্বানে রূপ নেয়। এবং তখন বাবলি এখনও থাকা ঈশ্বরের অন্য সন্তানদের ডেকে বের করে আনা হয়।

"এই সময়ের সত্য, অর্থাৎ তৃতীয় স্বর্গদূতের বার্তা, উচ্চস্বরে—অর্থাৎ কর্মবর্ধমান শক্তির সঙ্গুগে—প্রচার করতে হবে, যেহেতু আমরা মহান চূড়ান্ত পরীক্ষার দিকে এগিয়ে যাচ্ছি।" দ্য ১৮৮৮ ম্যাটরেিয়ালস, ৭১০।

তৃতীয় স্বৰ্গদূতের "উচ্চ ধ্বনি"র "ক্রমবর্ধমান শক্তি"র প্রতরূপ সনাইতে দেখা গিয়েছিল, যখন যহি়োবা নিজিহে দশ আজ্ঞা ঘোষণা করছিলেন। সেই ঘটনার সময় পাহাড়টিকে পৈ উঠছিল এবং ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছিল, আর তুর্যধ্বনিক্রমশ শক্তিশালী হয়ে উঠছিল। ভয় এতই প্রবল ছিল যে মোশোও প্রচণ্ডভাবে কঁপে উঠছিলেন। তখন লোকেরা ভয়ে তাদের "কণ্ঠ" উঁচু করে অনুরোধ করল, যনে ঈশ্বরের "কণ্ঠস্বর" আর ধ্বনিতি না হয়।

আর শঙ্গিগার ধ্বনি, এবং বাক্যের কণ্ঠস্বর; যে কণ্ঠস্বর তারা শুনছিল, তারা অনুরোধ করছিল যনে আর তাদের প্রতিকোনো বাক্য বলা না হয়: কারণ তারা যা আদর্শট হযছিল, তা সহ্য করতে পারেনি; এবং যদি কোনো জনতুও পরবতকে স্পর্শ করে, তবে তাকে পাথর নিক্ষেপে হত্যা করা হবে, অথবা বরশা দিয়ে বর্দিধ করা হবে; আর দৃশ্যটি এতই ভয়ানক ছিল যে মোশো বলছিলেন, আমি অতিশয় ভয় করি এবং কাঁপছি। ইব্রীয় ১২:১৯-২১।

তারা যে 'কণ্ঠস্বর' শুনছিল, তা তৃতীয় স্বৰ্গদূতের সতর্কবার্তার 'কণ্ঠস্বর'কে নির্দেশে করে। ভয়াবহ যন্ত্রণায় তারা নিজিদেরে 'কণ্ঠস্বর' দিয়ে সাড়া দিলি। রববারের আইনের সময়েরে কণ্ঠস্বরগুলিকে তলে চাইতে থাকা মূর্খ কুমারীদের দ্বারাও উপস্থাপতি করা হযছে, এবং জ্ঞানী কুমারীদের কণ্ঠস্বর তাদেরকে বলে, নিজিরো গিয়ে কনিে নাও। মানবজাতরি অনুগ্রহকালরে শেষে, যমেন রববারের আইনেরে সময় মূর্খ অ্যাডভেন্টিস্ট কুমারীরা উপলব্ধি করে যে তারা হারিয়ে গেছে, তমেনি যারা নিজিদেরে হারিয়ে গেছে বলে উপলব্ধি করে তাদের 'কণ্ঠস্বর' শলিা ও পরবত তাদেরে ওপর পড়ে যাক বলে আর্তনাদ করে। রববারের আইনটি সনাই পরবতে আইন প্রদান দ্বারা প্রতীকায়তি হযছে।

ঐ গুরুগম্ভীর উপলক্ষে ঐশ্বরকি শক্তরি বস্মিয়কর প্রকাশসমূহে—রহস্যময় তুর্যধ্বনিক্রমশ আরও জোরাল ও আরও ভয়ংকর হযে উঠছে, পাহাড়রে প্রতটি দিকি থেকে বজ্রধ্বনরি গর্জন প্রতধ্বনতি হচ্ছে, বদ্যুৎ-চমক সেই কঠোর ও গম্ভীর শখিরগুলিকে আলোকতি করছে, এবং সনাই পরবতরে চূড়ায়, মঘে, ঝড়-তুফান ও ঘন অন্ধকাররে মধ্যে, ঈশ্বরেরে মহমিা এক ভস্মসাৎকারী অগ্নরি ন্যায়—যহি়োবার উপস্থতিরি এই নদির্শনসমূহ দেখে ইস্রায়লেরে হৃদয় ভয়ে মুষড়ে পড়ল, এবং সমগ্র মণ্ডলী 'দূরে দাঁড়িয়ে রইল।' এমনকি মোশোও বললনে, 'আমি অতযন্ত ভীত ও কাঁপছি।' তারপর সেই তুমুল প্রকৃতির সংঘর্ষরে উর্ধ্বে শোনা গলে যহি়োবার কণ্ঠস্বর; তনি তাঁর আইনেরে দশটি বধিন উচ্চারণ করলনে।

যখন ঈশ্বরেরে মহান আয়না ইস্রায়লীয়দেরে কাছে তাদের প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ করল, তখন তাদের আত্ম আতঙ্কে অভভিত হযে পড়ল। ঈশ্বরেরে বাণীর ভয়ংকর শক্তি তাদেরে কাঁপতে থাকা দেহরে সহ্যশক্তরি অতীত বলে মনে হলো। তারা মোশরি কাছে মনিতি করল, 'আপনি আমাদেরে সঙ্গে কথা বলুন, আমরা শুনব; কনিতু ঈশ্বর যনে আমাদেরে সঙ্গে কথা না বলনে, না হল আমরা মরে যাব।' ঈশ্বরেরে ন্যায়নীতিরি মহান বধিন যখন তাদেরে সামনে উপস্থাপতি হল, তখন তারা আগকোর যে কোনো সময়রে চেয়ে বেশি উপলব্ধি করল পাপরে ঘৃণ্য স্বভাব এবং বশিদ্ধ ও পবতির ঈশ্বরেরে দৃষ্টিতে নিজিদেরে অপরাধ। সাইনস অফ দ্য টাইমস, ৩ মার্চ, ১৮৮১।

যখন বদেথিকে আগুন পৃথিবীর উপর নিক্ষিপ্ত হয, তখন "কণ্ঠস্বরসমূহ, এবং বজ্রধ্বনি, এবং বদ্যুৎচমক, এবং একটি ভূমকিম্প" ঘটে। "বজ্রধ্বনি ও বদ্যুৎচমক" ঈশ্বরেরে বচিরসমূহরে প্রতীক। রববারের আইনেরে সময়, যুক্তরাষ্ট্র তার "অধার্মকিতার পয়োলা" সম্পূর্ণভাবে পূর্ণ করবে, এবং "জাতীয় ধর্মত্যাগরে পর জাতীয় ধ্বংস আসবে"।

"অধার্মিকতার পযোলা" চতুর্থ প্রজন্মে পূরণ হয়, কারণ পৃথিবীর জন্মের উভয় শাখা ক্রমবর্ধমান বদিরোহরে চার প্রজন্ম জুড়ে অগ্রসর হয়। রববারের আইন সেই মুহূর্তকে চিহ্নিত করে, যখন ঈশ্বরের বচার, যা "বজ্রধ্বনি ও বদ্যুৎচমক" দ্বারা প্রতীকায়িত, কার্যকর করা হয়, এবং সেগুলো চতুর্থ প্রজন্মের উপর কার্যকর হয়।

আমেরীয়দের বিষয়ে প্রভু বললেন: 'চতুর্থ পুরুষে তারা আবার এখানে আসবে; কারণ আমেরীয়দের অধর্ম এখনো পূরণ হয়নি।' যদিও এই জাতি মূর্তিপূজা ও পাপাচারের জন্য কুখ্যাত ছিল, তবু তারা এখনো তাদের অধর্মে পাত্রে পূরণ করেনি, এবং ঈশ্বরের তাদের সম্পূর্ণ বিনাশের আদেশে দেননি। লোকেরা যাতকোনে অজুহাত না রাখতে পারে, সেইজন্য ঈশ্বরীয় শক্তি তাদের সামনে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হওয়ার কথা ছিল। করুণাময় স্রষ্টা চতুর্থ পুরুষ পর্যন্ত তাদের অধর্ম সহ্য করতে ইচ্ছুক ছিলেন। তারপর, যদি ভালো দিকে কোনো পরিবর্তন দেখা না যায়, তবে তাঁর বচার তাদের উপর নামে আসবে।

অভ্যন্তরীণ নরিভুলতায় অনন্ত ঈশ্বরের এখনও সকল জাতির সঙ্গ হসিব রাখেন। যতক্ষণ অনুতাপের আহ্বানের সঙ্গ তঁর দয়া প্রদান করা হয়, ততক্ষণ এই হসিব খোলা থাকবে; কিন্তু যখন হসিবের অঙ্ক ঈশ্বরের নরিধারিত এক নরিদর্ষিত মাতরায় পৌঁছে, তখন তাঁর ক্রোধের কার্যক্রম আরম্ভ হয়। হসিব বন্ধ হয়ে যায়। ঈশ্বরীয় ধর্ম শেষ হয়। তাঁদের পক্ষে দয়ার আবদেন আর থাকে না। সাক্ষ্যাবলি, খণ্ড ৫, ২০৮.

সিস্টার হোয়াইট রববারের আইন আরম্ভ হওয়ার সময় যে বচারসমূহ শুরু হয়, সেগুলিকে 'ঈশ্বরের বধিবংসী বচার' বলে চিহ্নিত করেন। তিনি শিক্ষা দেন যে মূর্তি লাওদকীয় অ্যাডভেন্টিস্টদের জন্য তখন অনেকে দরে হয়ে গেছে; তাদের মধ্যরাত্রে সংঘটিত সংকটের জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার সুযোগ ছিল, কিন্তু তারা তা করতে অস্বীকার করতেন। মূর্তি কুমারীদের জন্য যে বধিবংসী বচারের সময়, সেটাই সত্য এখনো শোনেনি এমনদের জন্য 'করুণার সময়'।

"হায়, যদি লোকেরা তাদের পরদির্শনের সময়টা জানত! অনেকেই আছেন, যারা এখনো এ সময়ের জন্য পরীক্ষামূলক সত্য শোনেননি। অনেকে আছেন, যাঁদের সঙ্গ ঈশ্বরের আত্মা সংগ্রাম করছেন। ঈশ্বরের বধিবংসী বচারসময়ের কালটি হিলো তাদের জন্য দয়ার সময়, যাদের সত্য কী তা শেখার কোনো সুযোগ হয়নি। প্রভু স্নহেভরে তাদের দিকে চোখে থাকবেন। তাঁর দয়ার হৃদয় স্পর্শিত হয়েছিল; বাঁচানোর জন্য তাঁর হাত এখনো প্রসারিত, অথচ যারা প্রবশে করতে চাননি তাদের জন্য দরজা বন্ধ।" সাক্ষ্যসমূহ, খণ্ড ৯, পৃ. ৯৭।

যখন সপ্তম সীল খোলা হয়, তখন "কণ্ঠধ্বনি, বজ্রধ্বনি, বদ্যুৎপাত, এবং এক ভূমিকম্প" ঘটে। "প্রকাশিত বাক্য" ১১-এর "ভূমিকম্প" যে "ঘণ্টা"তে প্রথম পূরণ হয়েছিল, তা ছিল ফরাসি বপিলব; এবং সেই "ঘণ্টা"র পরপূর্ণ পরপূর্ণ হলো আসন্ন রববার-আইনে "পৃথিবী" জন্মের "কম্পন"। সেই "ঘণ্টা"তেই সপ্তম সীল সম্পূর্ণরূপে খোলা হয়। করুণা রববার-আইনের পরতরুপ, এবং করুণা এক মহাভূমিকম্প হয়েছিল।

তখন যীশু আবার উচ্চস্বরে চিৎকার করে প্রাণ ত্যাগ করলেন। আর দেখে, মন্দিরের পর্দা উপর থেকে নীচ পর্যন্ত ছাঁড়ে দুই ভাগ হয়ে গেল; পৃথিবী কঁপে উঠল, আর পাথরগুলি ফেটে গেল। মথি ২৫:৫১।

করুণা একটা শয়তান রাজ্য উৎখাত হয়েছিল, যমেনটা রববারের আইনের সময় হবে।

খ্রিস্ট য়ে কাজটুকিরতয়ে এসছেলিনে, তায় সমপন্ন না করা পরযন্ত তনিনিজিরে জীবন সমরণ করনেনা; এবং শেষে নঃশ্বাসে তনিললনে, 'সমাপ্ত হযছে।' য়োহন ১৯:৩০। যুদ্ধ জতি নেওয়া হযছেলি। তাঁর ডান হাত এবং তাঁর পবতির বাহু তাঁকে বজিয় এনে দযিছেলি। একজন বজিতো হসিবে তনিচরিন্তন উচ্চতায় তাঁর পতাকা গড়ে দলিনে। স্ববর্গদূতদের মধ্যে কই আনন্দ ছিল না? সমগ্র স্ববর্গ ত্রাণকর্তার বজিয়ে জয়োল্লাস করল। শয়তান পরাজতি হল, এবং জানল য়ে তার রাজ্য হারযিয়ে গছে। The Desire of Ages, 758.

ক্রুশরে ভূমকিম্প 'সত্য'-এর পরতনিধিত্ব করে, যা আলফা ও ওমগো। 'সত্য' আদি, মধ্য ও অন্ত; এটি সেই হবিরু শব্দ, যা হবিরু বরণমালার পরথম, ত্রয়োদশ ও শেষে অক্শর একত্র করে গঠতি। খ্রিস্ট যখন মৃত্যুবরণ করনে তখন একটি ভূমকিম্প হযছেলি, এবং তাঁর পুনরুত্থনের সময় আরকেটি ভূমকিম্প হযছেলি। ক্রুশরে সময় পরথম ভূমকিম্প, তারপর কবর, এবং পরে তাঁর পুনরুত্থনের সময় ভূমকিম্প। উভয় ভূমকিম্পই কবরগুলো খুলে গযিছেলি।

যখন যীশু ক্রুশে ঝুলন্ত অবস্থায় উচ্চস্বরে বললনে, 'সমাপ্ত হযছে', তখন শলিখণ্ডগুলো বদীরণ হলো, পৃথিবী কপে উঠল, এবং কছি কবর খুলে গেলে। যখন তনি মৃত্যু ও কবররে ওপর বজিয়ী হযে পুনরুত্থতি হলনে, পৃথিবী দুলছিল এবং সেই পবতির স্থানটির চারদকি স্ববর্গরে মহমি জ্বলজ্বল করছিল—তখন বহু ধারমকি মৃত ব্যকর্ত, তাঁর আহ্বানে সাড়া দযিয়ে, সাক্ষী হসিবে বরযিয়ে এলনে য়ে তনি পুনরুত্থতি হযছেন। সেই অনুগ্রহপূরাপ্ত, পুনরুত্থতি সাধুগণ মহমি উজ্জ্বল হযে বরযিয়ে এলনে। তারা ছিলনে সৃষ্টির সূচনা থেকে খ্রিস্টরে দনি পরযন্ত পরতটি যুগরে নরিবাচতি ও পবতিরজন। অতএব, যখন ইহুদনিতোরা খ্রিস্টরে পুনরুত্থানের ঘটনাটি গোপন করার চেষ্টা করছিলনে, ঈশ্বর তাঁদের কবর থেকে একটি দলকে উঠযিয়ে আনতে বছে নলিনে, যাতো তারা সাক্ষ্য দযে য়ে যীশু পুনরুত্থতি হযছেন এবং তাঁর মহমি ঘোষণা করে। Early Writings, ১৮৪।

পরথম ভূমকিম্পে কবরগুলো খুলে গযিছেলি, আর শেষে ভূমকিম্পে খ্রিস্টরে কবর খুলে গযিছেলি। প্রকাশতি বাক্য এগারো অধ্যায়ে, ভূমকিম্পরে একই সমযে দুই সাক্ষী তাদের কবর থেকে বরযিয়ে আসে। ভূমকিম্পটি হলো রববাররে আইন, যা ক্রুশ দ্বারা পরতীকীকৃত। অতএব রববাররে আইনরে সেই সমযে দুটি পুনরুত্থান হব। পরথমটি সেই এক লক্শ চ্যাললশি হাজাররে জন্মকে পরতনিধিত্ব করে, যা নারীর পরসববদেনা শুরুর আগই ঘট; দ্বিতীয়টি ঘটতে তার পরসববদেনার মধ্যে। প্রকাশতি বাক্য বারো অধ্যায়রে নারী পরথমে পরসববদেনা ছাড়াই সেই পুরুষ সন্তানকে জন্ম দনে, যনিলিহার দণ্ড দযিয়ে জাতসিমূহকে শাসন করবনে। তারপর রববাররে আইনরে সময় তার পরসববদেনা শুরু হয এবং তনি দ্বিতীয় সন্তান পরসব করনে। পরথমে তনি এলযিহকে জন্ম দনে, এবং শেষে তনি মিশকি জন্ম দনে। রববাররে আইনই প্রকাশতি বাক্য সাত অধ্যায়রে যমজদের পুনরুত্থানের সময়।

রববাররে আইনরে সময় যখন সপ্তম মোহর সম্পূরণপে খোলা হয, তখন স্ববর্গে অর্ধ ঘণ্টার জন্ম নীরবতা থাকে।

কনিতু ঈশ্বরও তাঁর পুত্ররে সঙগে কষ্ট ভোগ করছেলিনে। স্ববর্গদূতরো উদ্ধারকর্তার যন্ত্রণা পরত্যক্য করছেলিনে। তাঁরা দখেছেলিনে, শয়তানশিক্তরি অসংখ্য সনৈযদল তাঁদের পরভুকে ঘরিরে রেছে; এক শহিরানো, রহস্যময় আতঙ্কে তাঁর সত্তা ভারাক্রান্ত ছিল। স্ববর্গে নীরবতা ছিল। কোনো বীণা স্পর্শ করা হযনা। যদনিশ্বর মানুষরা স্ববর্গদূতবাহিনীর বসিময় দখেতে পারত—যখন তাঁরা নীরব শোকে দখেছিলনে য়ে পতি তাঁর প্রযি পুত্ররে কাছ থেকে নিজিরে আলোর, পরমেরে ও মহমির করিণগুলো বছিছনি

করছেন—তাহলে তাঁরা আরও ভালোভাবে বুঝত, তাঁর দৃষ্টিতে পাপ কতটা ঘৃণ্য। যুগরে আকাঙ্ক্ষা, ৬৯৩।

ভূমিকমপরে ওই এক ঘণ্টার প্রথম আধা ঘণ্টা, দুই সাক্ষীর প্রথম জন্ম বা পুনরুত্থানকে প্রতিনিধিত্ব করে। সেই আধা ঘণ্টায়, দুই সাক্ষী সলিমোহরপ্রাপ্ত হয়। রববিাররে আইন আসার আগেই তাদের সলিমোহরপ্রাপ্ত হতে হবে, কারণ তারা সেই পতাকা, যা বাকি আধা ঘণ্টায় অন্য শিশুটিকে কবর থেকে আহ্বান করে। রববিাররে আইন-সংকটের যন্ত্রণাকালে ঈশ্বররে সলিমোহরধারী নারী-পুরুষদরে দেখে তবই দ্বিতীয় শিশুটিকে জীবিত করা সম্ভব।

পবিত্র আত্মার কাজ হলো পাপ, ধার্মিকতা ও বচিাররে বিষয়ে জগৎকে বোধোদয় করানো। সত্যে বিশ্বাসীরা যখন সত্যরে মাধ্যমে পবিত্রীকৃত হয়ে, উচ্চ ও পবিত্র নীতির উপর চলনে, এবং এক উচ্চ ও মহান অর্থে ঈশ্বররে আজ্ঞাগুলি পালনকারীদরে সঙুগে সেগেলিকে পদদলিতকারীদরে মধ্যমে সুস্পষ্ট একটা সীমারেখা দেখেন—তখনই জগৎকে সতর্ক করা যায়। আত্মার পবিত্রীকরণ ঈশ্বররে সীল যাদরে আছে তাদের সঙুগে যারা একটা মিথিয়া বশিরাম-দনি পালন করে তাদের মধ্যমে পার্থক্যকে চহ্নিত করে। পরীক্ষা যখন আসবে, তখন পশুর চহ্নি কী—তা স্পষ্টভাবে প্রকাশ পাবে। তা হলো রববিার পালন করা। যারা সত্য শুনতে এই দনিটিকে পবিত্র মানতে থাকে, তারা সেই পাপরে মানুষরে ছাপ বহন করে, যে সময় ও বধিান পরবির্তন করতে মনস্থ করছেলি। বাইবেলে ট্রেনিং স্কুল, ১ ডসিম্বের, ১৯০৩।

নারীর প্রথমজাতরা হলো এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার, যাদরেকে প্রকাশতি বাক্য গ্রন্থে 'প্রথম ফল' হিসেবে চহ্নিত করা হয়েছে। তারা সেই চহ্নিরে প্রতিনিধিত্ব করে, যা রববিাররে আইনরে লড়াইয়ের সংকট ও সংঘাতে অন্য পালকে অবশ্যই চনিত হবে। সেই চহ্নিটা হলো বশিরামদনি, যটেকি এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার জন সেই সময়েও পালন করে, যখন তা করা বোইন হবে। সসিটার হোয়াইট তাদের পতাকাকে "রাজকুমার ইমানুয়লেরে রক্তরঞ্জতি পতাকা" বলে অভিহিত করছেন।

এক দর্শনে আমি ভয়াবহ সংঘর্ষে লিপ্ত দুটা সনোবাহিনী দেখলাম। একটা সনোবাহিনীকে নেতৃত্ব দচ্ছিলি বিশ্বরে চহ্নিখচতি পতাকাসমূহ; আর অন্যটিকে নেতৃত্ব দচ্ছিলি রাজপুত্র ইমানুয়লেরে রক্তরে রঞ্জতি পতাকা। প্রভুর সনোবাহিনী থেকে একরে পর এক দল শত্রুপক্ষে যোগ দতিে থাকায় একটরি পর একটা পতাকা ধুলোয় লুটিয়ে রইল, আর শত্রুবাহিনীর সারথিকে একরে পর এক গোটর ঈশ্বররে আজ্ঞা-মানা লোকদরে সঙুগে মলিতি হয়ে গেলে। আকাশরে মধ্যভাগে উড়ন্ত এক স্বর্গদূত ইমানুয়লেরে পতাকা বহু হাতে তুলে দলি, আর এক পরাক্রান্ত সনোপতি উচ্চস্বরে আহ্বান করলনে: 'সারতিে দাঁড়াও। ঈশ্বররে আজ্ঞাগুলিরি প্রতি বিশ্বস্ত এবং খ্রিস্টরে সাক্ষ্যরে প্রতি অনুগত যারা, তারা এখন নজিদরে অবস্থান গ্রহণ করুক। তাদের মধ্য থেকে বরেয়িে এসো, পৃথক হও, অপবিত্রকে স্পর্শ কোরো না—আমতিোমাদরে গ্রহণ করব; আমতিোমাদরে পতি হব, আর তোমরা হবে আমার পুত্র-কন্যা। যারা ইচ্ছুক, সবাই প্রভুর সাহায্যে এগয়িে আসো—পরাক্রমশালীদরে বরিুদ্ধে প্রভুর সাহায্যে।' টেস্টিমোনজি, খণ্ড ৮, ৪১।

রববিাররে আইন সংকটরে সময় ঈশ্বররে অন্য পালকে যে দেখতেই হবে, তা হলো রক্তমাখা পতাকা। এই পতাকা এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজাররে দ্বারা বহনকৃত এক উদীয়মান আলো। ওই পতাকাটি লাল রঙরে, কারণ এটা রক্তমাখা পতাকা। যেরেহিোর যুদ্ধরে ঘটনায় ওই পতাকার প্রতরূপ দেখা যায়, যখন রাহাব গুপ্তচরদরে গ্রহণ করে তাদের রক্ষা করছেলি, এবং পরে জানালার বাইরে একটা রক্তমি সূতোয় ঝুলয়িে যেশুয়ার সনোবাহিনীর প্রতি আনুগত্য স্বীকার

করছিলি। রাহাব রববিয়ারে আইন সংকটে ঈশ্বরকে দ্বিতীয়জাত সন্তানদের প্রতিনিধিত্ব করে, যারা রক্তমি চহিন্টি দেখে ও গ্রহণ করে এবং যোশুয়ার সনোবাহনীর প্রতিনিধিত্ব আনুগত্য স্বীকার করে। রাহাব যোশুয়ার সনোবাহনীর প্রতিনিধিত্ব করেছিলি, সটেছিলি যোশুয়ার সনোবাহনীর জন্য এমন একটি চহিন্টি, যাতো তারা রাহাবেরে পরবিয়ারকে ধ্বংস না করে।

রাহাব প্রতিনিধিত্ব করে তাদের, যারা রববিয়ার-আইনের সংকটে সময়ও এখনো ব্যবলিনে আছে; আর যহিোশুয়ার সনোবাহনীর প্রতিনিধিত্ব করে এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের প্রথমজাতদের। রক্তবর্ণ ডোরি হলো ঈশ্বরকে বশিরামদনিরে প্রতীক। রক্তবর্ণ ডোরিটি ছিলি গুপ্তচরদের দেওয়া সেই নরিদশে, যা রাহাবকে মানতহে হতো, যদি সে ঈশ্বরকে সুরক্ষা পতে চাইত।

দেখো, যখন আমরা দেশে প্রবেশ করব, তুমি যে জানালা দিয়ে আমাদের নচি নামিয়েছিলি, সেই জানালায় এই লাল সূতার দড়িটি বেঁধে দেবে: আর তুমি তোমার পতি, এবং তোমার মাতা, এবং তোমার ভ্রাতৃগণ, এবং তোমার পতির গৃহের সকলকে, তোমার ঘরে নিয়ে আসবে। যোশুয়া ২:৪।

ব্যবলিনে যারা এখনও রয়েছে, তাদের যে চহিন্টি অবশ্যই দেখতে হবে, তা রক্তমি সূতো দ্বারা প্রতীকায়তি—যা হলো বশিরামদনি, তবে এটিই আবার যমজ দুটির মধ্যে পার্থক্যও চহিন্টি করে। জুষেঠ যমজ হলো এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার, কারণ তাদের হাতে রাজপুত্র ইমানুয়লের রক্তরঞ্জিত পতাকা রয়েছে।

তনিজাতদের জন্য একটি পতাকা স্থাপন করবনে, এবং ইসরায়েলেরে বতিড়তিদের সমবতে করবনে, এবং পৃথিবীর চার কোণ থেকে যহিদার বচিছুরতিদের একত্র করবনে। এফ্রাইমের ঈরষাও দূর হবে, এবং যহিদার শতরুরা বনিষ্ট হবে; এফ্রাইম আর যহিদার পরতি ঈরষা করবে না, এবং যহিদা এফ্রাইমকে উৎপীড়ন করবে না। কনিতু তারা পশ্চিমেরে দকি ফলিস্তীয়দের কাঁধের উপর বাঁপিয়ে পড়বে; তারা একত্রে পূর্বেরে লোকদের লুট করবে; তারা এদোম ও মোয়াবের উপর তাদের হাত বাড়াবে, এবং আম্মোনেরে সন্তানরা তাদের আজ্ঞানুবর্তী হবে। যশাইয় ১১:১২-১৪।

জুষেঠ যমজটির রক্তবর্ণ চহিন্টি আছে; সটেসিই রক্তবর্ণ সূতো, যা জুষেঠকে চহিন্টি করে। জুষেঠ যমজটির নাম জারাহ, এবং কনষ্টিটির নাম ফারজে।

তার প্রসবের সময় এলো, তখন দেখা গলে, তার গরভে যমজ সন্তান। আর যখন সে প্রসব করছিলি, তখন একটি শিশু তার হাত বের করল; ধাত্রী তার হাতে একটি রক্তবর্ণ সূতো বেঁধে বলল, “এটিই আগে বেরিয়েছে।” কনিতু সে যখন হাত টেনে নিলি, তখন দেখে, তার ভাইটি বেরিয়ে এল; তখন ধাত্রী বলল, “তুমি কীভাবে ভদে করে বেরিয়ে এল? এই ভদেরে দায় তোমার উপর থাকুক।” তাই তার নাম রাখা হল পরেসে। এরপর বেরিয়ে এল তার ভাই, যার হাতে রক্তবর্ণ সূতো বাঁধা ছিলি; আর তার নাম রাখা হল জরোহ। উৎপত্তি ৩৮:২৭-৩০।

জরোহ অর্থ উদীয়মান আলো, আর পরেসে অর্থ ফটে বেরিয়ে আসা। যমজ পরেসে যখন তার যমজ ভাই জরোহর হাতে থাকা লাল সূতোর চহিন্টি উদীয়মান আলো দেখে, তখন সে “ফটে বেরিয়ে আসে”, অর্থাৎ ব্যবলিন থেকে বেরিয়ে আসে। লাল সূতোর উদীয়মান আলোর প্রতিনিধিত্বের স্বীকৃতিশিষে জন্মানো যমজের প্রথম জন্মানো যমজের প্রতিনিধিত্ব স্বীকারকে চহিন্টি করে।

আর তারা পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ দিক থেকে আসবে, এবং ঈশ্বরকে রাজ্যে বসবে।  
আর দেখো, যারা শেষে তারা প্রথম হবে, আর যারা প্রথম তারা শেষে হবে। লূক ১৩:২৯, ৩০।

সাতটি বিজ্ঞানধ্বনি গোপন ইতিহাস তিনটি মাইলফলক চিহ্নিত করে। প্রথম ও শেষে মাইলফলক দুটিই হতাশাজনক ঘটনা। প্রথম হতাশা ও মধ্যরাত্রে আহ্বানের বার্তার মধ্যবর্তী সময়টি প্রতীক্ষার সময়। দ্বিতীয় মাইলফলক অর্থাৎ মধ্যরাত্রে আহ্বান থেকে যে সময়কাল শুরু হয়, তা মোহরলাগানের সময়। এই মোহরলাগানের সময়কাল শেষে হতাশাজনক ঘটনায় সমাপ্ত হয়।

সাতটি বিজ্ঞানধ্বনি গুপ্ত ইতিহাস তিনটি মাইলফলক চিহ্নিত করে। প্রথম ও শেষে মাইলফলক হলো ভূমিকম্পের সময় কবরগুলির উন্মোচন। প্রথম কবরের উন্মোচন ও মধ্যরাত্রির আহ্বানের বার্তার মধ্যবর্তী সময়কাল হলো অপেক্ষাকাল। দ্বিতীয় মাইলফলক হিসেবে মধ্যরাত্রির আহ্বান থেকে যে সময়কাল শুরু হয়, তা হলো মোহরলাগানের সময়। মোহরলাগানের এই সময়কাল শেষে কবরের উন্মোচনে সমাপ্ত হয়।

সাতটি বিজ্ঞানধ্বনি গুপ্ত ইতিহাসের তিনটি ধাপ সংক্রান্ত এই দুই সাক্ষ্যের বিষয়ে খ্রিস্টের মৃত্যু ও পুনরুত্থানও সাক্ষ্য দেয়। সমাধির প্রথম উন্মোচনটি জিলের সমাধিতে প্রবশেরে ন্যায় খ্রিস্টের বাপ্তিস্মের মাধ্যমে প্রতীকায়িত্ব হয়েছিল; শেষে সমাধি ছিল ক্রুশ। খ্রিস্টের বাপ্তিস্ম ও ক্রুশের মধ্যবর্তী সময়ে খ্রিস্ট তাঁর বার্তা ঘোষণা করছিলেন, যা মধ্যরাত্রির আহ্বানের প্রতীক ছিল। তিনি সেই ঘোষণা এক হাজার দুইশো ষাট দিন ধরে সম্পাদন করছিলেন। ক্রুশের পর, তাঁর শিষ্যদের মাধ্যমে, মধ্যরাত্রির আহ্বান বার্তাটি স্তম্ভিত করে মৃত্যু পর্যন্ত এক হাজার দুইশো ষাট দিন ধরে পুনরাবৃত্তি করা হয়েছিল।

প্রকাশিত বাক্য একাদশ অধ্যায়ের দুই সাক্ষ্যের এক হাজার দুইশো ষাট দিন ধরে মধ্যরাত্রির আহ্বানের বার্তা প্রচার করার জন্য শক্তি দেওয়া হয়েছিল। তারপর তাদের হত্যা করা হয়, এবং তাদের এক হাজার দুইশো ষাট দিন রাস্তায় ফলে রাখা হয়, যতক্ষণ না তাদের আবার জীবিত করা হয় এবং শক্তি দেওয়া হয়।

আমরা পরবর্তী নবিন্দ্রে এই সত্যগুলো নিয়ে অনুসন্ধান চালিয়ে যাব।

যদি আত্মার সত্যিকার ঈশ্বরমুখী রূপান্তর না ঘটে; যদি ঈশ্বরের প্রাণস্বাস আত্মাকে আত্মিক জীবনে সঞ্চারিত না করে; যদি যারা সত্যের স্বীকারকারী তারা স্বর্গগোদভূত নীতিতে পরিচালিত না হয়, তবে তারা সেই অবনিশ্বের বীজ থেকে জন্মগ্রহণ করেনি, যা চরিত্রবী ও চরিত্রস্থায়ী। যদি তারা খ্রিস্টের ধার্মিকতাকেই তাদের একমাত্র নরিপত্তা হিসেবে ভরসা না করে; যদি তারা তাঁর চরিত্র অনুকরণ না করে, তাঁর আত্মায় পরিশ্রম না করে, তবে তারা নগ্ন; তাদের গায়ে তাঁর ধার্মিকতার পোশাক নেই। মৃতদের প্রায়ই জীবিত বলে গণ্য করা হয়; কারণ যারা নিজেরা যত্নে ভাবে, সেই অনুযায়ী ষটকি তারা পরিত্রাণ বলে, তা অর্জন করে চেষ্টা করছে, তাদের মধ্যে ঈশ্বর কাজ করছেন না—যাতে তারা তাঁর সদর্শি অনুযায়ী ইচ্ছা করে ও কাজ করে।

"এই শ্রুতিটি দর্শনে ইজকেছিলে যে শূন্যে হাড়ের উপত্যকা দেখেছিলেন, তার দ্বারা ভালোভাবে উপস্থাপিত হয়।" রিভিউ অ্যান্ড হেরোল্ড, ১৭ জানুয়ারি, ১৮৯৩।